R. N. No. 2532/57 Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৩৩২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এমার পাম্পসেট
চাষীভাইদের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলে।
পরিবেশক :—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৫শ বর্ষ
১২শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ১৬ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩৮৫ সাল।
২রা আগষ্ট, ১৯৭৮ সাল।
নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

বিচারপতির দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে আদালত বর্জন

রঘুনাথগঞ্জ, ২৯ জুলাই—'২৮ জুলাই বেলা সাড়ে বারটা নাগাদ এস ডি জে এম-এর এজলাসে একটি স্পনসরড সারটিফিকেট অ্যাফিডেবিটের জন্য দাখিল করলে তিনি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে প্রকাশ করেন যে, তাঁর আদালতে সোয়ার করা চলবে না এবং সারটিফিকেটটি ছুঁড়ে আমার সামনে ফেলে দেন। আদালত উত্তেজনামূলক কথায় এবং তাঁর ব্যবহারে লোকচক্ষে আমি হেয় প্রতিপন্ন হয়েছি।' জঙ্গিপুরের সাব-ডিভিসনাল জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট পরিমল ব্যানারজির বিরুদ্ধে জঙ্গিপুর ক্রিমিন্যাল কোরট বার এ্যাসোসিয়েসনের সদস্য এ্যাডভোকেট রণজিৎ পাণ্ডের উপরোক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে বার এ্যাসোসিয়েসন বিচারপতির দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে আজ বিচারপতি পরিমল ব্যানারজির আদালত বর্জন করেন। এ্যাসোসিয়েসন সম্পাদক আইনজীবী আবদুল আজিজ মিঞা জানান, গতকাল এ্যাসোসিয়েসন ৪২ সদস্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত জরুরী সভায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত নেন যে, 'বিচারপতি ব্যানারজি যাতে বারের সদস্যদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার না করেন তার জন্য বহুবার স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সমস্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে যার ফলে এ্যাডভোকেট পাণ্ডের অভিযোগের ভিত্তিতে এ্যাসোসিয়েসন অনির্দিষ্টকালের জন্য ২৯ জুলাই থেকে বিচারপতি ব্যানারজির আদালত বর্জনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।' বারের এই সিদ্ধান্তের কথা তারবার্তা মারফৎ হাই কোরট, জেলা জজ ও বার কাউনসিলকে জানিয়ে দেওয়া হয়। বিচারপতি ব্যানারজিকেও এ সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং আজ তাঁর

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জনস্বাস্থ্যে গাফিলতি

সাগরদীঘি, ২ আগষ্ট—স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বাইরে এই ব্লকের গ্রামাঞ্চলে শিশুদের ট্রিপল অথবা ডাবল এনটিজেনট, গর্ভবতী মায়েদের এ টি এস এবং টেটভ্যাক ইনজেকসন দেওয়া হচ্ছে না বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। ওই খবরে বলা হয়েছে, এমন কি প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে না এবং এনটিজেনট দেওয়া হচ্ছে না। অথচ এ সব কর্তব্য পালনের দায়িত্ব নাকি স্যানিটারী ইনসপেকটরের। তাঁর অফিসে একাধিক স্বাস্থ্যসহকারী

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আর একটি প্যাসেঞ্জার বাতিল অথবা গতি-সঙ্কোচনের অপচেষ্টায় উদ্বেগ

সাগরদীঘি, ২ আগষ্ট—পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ কয়লার অভাবের অজুহাতে আজিমগঞ্জ—নলহাটী শাখার ৪ ডাউন এবং ১ আপ প্যাসেঞ্জার ট্রেন দুটি বাতিল করে ক্ষান্ত হননি, এবার তাঁরা এই শাখা লাইনকে অচল করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্যাসেঞ্জার ট্রেন বাতিলের চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রকাশ, রেল কর্তৃপক্ষের ধারণা এই শাখা লাইনের ষ্টেশনগুলিতে প্রয়োজনীয় টিকিট বিক্রী হয় না। তাই ৩৮২ আপ ও ৩৮১ ডাউন অণ্ডাল—আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার ট্রেনটিকে বাতিল অথবা গতি-সঙ্কোচন করে অণ্ডালের পরিবর্তে রামপুরহাট পর্যন্ত চালাতে চাইছেন। রেলের এই সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে এই রেলপথের বাবালা, সাগরদীঘি, মোরগ্রাম,

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ওসি বদলি হচ্ছেন ?

রঘুনাথগঞ্জ, ২৭ জুলাই—খবরে প্রকাশ রঘুনাথগঞ্জ থানার ওসি কুমুদ-শঙ্কর চ্যাটার্জীর নাকি বেলডাঙ্গা থানায় বদলির আদেশ এসেছে। অপর এক খবরে প্রকাশ, ওসি-র বদলি রোধে বিশেষ একটি রাজনৈতিক দল নাকি তৎপর হয়েছেন। দলের কয়েক-জন এটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছেন। আমাদের দপ্তরে খবর এসেছে—ওসি-র বদলির পক্ষে নাকি একটি স্মারকলিপি জেলা পুলিশ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব

বিশেষ প্রতিনিধি, ২ আগষ্ট—জঙ্গিপুর মহকুমার গ্রামাঞ্চলে প্রায় প্রতি মাসেই একটি করে ম্যালেরিয়া আক্রমণের খবর পাওয়া যাচ্ছে। মহকুমা জনস্বাস্থ্য বিভাগের হিসেবে দেখা যাচ্ছে, এ বছর জানুয়ারী থেকে জুলাইয়ের মধ্যে বিভিন্ন গ্রামে ১৬ জন ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। রঘুনাথগঞ্জের নীলরতন কলোনীতে ৬ জন (এপ্রিল ১, মে ৫), খেজুর-তলায় ৩ জন (জানুয়ারী ১, ফেব্রুঃ ২)

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রেলপুলিশের ধাক্কায় মহিলা যাত্রীর মৃত্যু

বিশেষ প্রতিনিধি, ৩১ জুলাই—আজিমগঞ্জ রেলপুলিশের অত্যাচারে বি এ কে লুপ লাইনের যাত্রীরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। এক মাসের মধ্যে তাদের অত্যাচারে একজন মহিলা যাত্রী নিহত হয়েছেন, একজন মহিলা যাত্রী জখম হয়েছেন, একজন শিক্ষিত বেকার প্রহৃত হয়েছেন এবং চাল ব্যবসায়ীদের ৮৫ কুঃ চাল লুণ্ঠিত হয়েছে। এই লাইনের মনিগ্রাম জঙ্গিপুর রোড প্রভৃতি ষ্টেশনের ডায়েরীতে রেলপুলিশের অত্যাচারের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

প্রথম ঘটনাটি ঘটে জুন মাসের ২৭ তারিখে। জানা যায়, ওই দিন সুতী থানার আহিরণ গ্রামের গোলেন্নুর ওরফে গোলেন বেওয়া নামে একজন বিধবা মহিলা আজিমগঞ্জ থেকে ছাইঝাড়া কয়লা নিয়ে ৩৩৩ আপ সাহেবগঞ্জ লোকাল প্যাসেঞ্জারে আসছিলেন। পথে মহিষাসুরমর্দিনী-নপাড়া (সাগরদীঘি থানা)

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিনা ফরম সপ্তাহ

সমর পাণ্ডে, ২ আগষ্ট - ডাক ও তার বিভাগের কোন মুখপাত্রের সূত্রে নয়, সংবাদটি ছড়িয়েছে ডাক ও তার বিভাগে যাঁরা কাজ করাতে যান তাঁদের সূত্রে যে, খুব শিগ্‌গির (তারিখ এখনো ধার্য হয়নি) ডাক ও তার বিভাগ সৌজন্য সপ্তাহের আদলে একটি অভিনব সপ্তাহ পরীক্ষামূলকভাবে উদযাপনের ব্যবস্থা হয়তো করবেন। প্রকাশ, দীর্ঘদিন ধরে জনসাধারণকে রকমারি ফরম ইত্যাদি সরবরাহ করে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ধনুষ্টংকারের প্রকোপ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি তথা জঙ্গিপুর মহকুমার গ্রামাঞ্চলে ধনুষ্টংকার রোগের প্রকোপ দেখা দিয়েছে। বহরমপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়ে এই রোগে আক্রান্ত বহু রোগীর মৃত্যু ঘটছে। আমাদের সাগরদীঘির সংবাদদাতা সারা জুন মাস বহরমপুর সদর হাসপাতালের আইসোলেসন ওয়ারড ভালোভাবে লক্ষ্য করেছেন। দেখা গেছে, সেখানে প্রয়োজনীয় ওষুধ, সুষম খাদ্য ও সুস্থ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩৮৫ সাল।

কদর্য মানসিকতা

গত ৩১-৭-৭৮ তারিখের একটি প্রখ্যাত বাংলা দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত দুর্গাপ্রতিমা গড়ার ছবি চোখে পড়িল। দেবীর মুণ্ড বসাইতেছেন কুমারটুলির তন্ময় মৃৎশিল্পী। আগামী শারদীয়ার আগমনী আয়োজন। সে ছবির পার্শ্বে-ই একটি সংবাদ স্তম্ভ: 'মূর্তি ভাঙা: নানা মত'। কিছুদিন হইতে চলিয়াছে কলিকাতার বুকে মনীষী-মূর্তিসমূহ বিসর্জনের এক পাশব উল্লাস। মুণ্ডপাত ও দেহপাত ঘটান হইয়াছে মূর্তিগুলির। এই এক পরস্পরবিরোধী মানসিকতা।

ক্ষেত্রবিশেষে ধ্বংস আনে নব নব সৃজন। কিন্তু এই মূর্তি ভাঙ্গার পশ্চাতে নূতন সৃষ্টির কোন সম্ভাবনা আছে, না, থাকিতে পারে? কত শিল্পীর অতন্দ্র সাধনায় গঠিত মূর্তিগুলি যাহা বৎসরের পর বৎসর সকলের মনে তাঁহাদের আদর্শপূত কর্মধারার স্মারক-রূপে বিরাজ করিয়া অনুপ্রেরণা সঞ্চারিত করিয়াছে, আজ সেগুলি ধূলি-লুণ্ঠিত, বর্বরের অস্ত্রাঘাতে চরম বিকৃত। মূর্তিগুলির কোন চেতনা নাই সত্য; কিন্তু আসমুদ্র হিমাচল ভারতের ভক্তি শ্রদ্ধার্চিত মনীষী মূর্তির এই ধ্বংসলীলা দেশের সম্পদ বিনাশ করার সামিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এইভাবে তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতি জনমানস হইতে মুছিয়া ফেলা কি সম্ভব? সম্ভব কি দেশীয় সম্পদ নষ্ট করিয়া রাজ-নৈতিক তথা সাংস্কৃতিক কোন বিপ্লব আনয়ন? এই নারকীয় কাণ্ডের অংশী-দার যাহারাই হউক, তাহারা স্বাধীন ভারতেরই মানুষ। বিচিত্র এই স্বাধীন দেশ যাহার নাগরিক আজ সর্বজন পূজিত স্বাধীনতার পূজারী, মানবতার পূজারী তাবৎ মূর্তিগুলি ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া এক কদর্য ও ঘৃণিত কর্মে লিপ্ত রহিয়াছে। হেন স্বাধীন দেশ পৃথিবীতে নাই যে, এই কুকীর্তিকে ঘৃণার চোখে দেখিবে না।

আমরা মনে করি, এই সব মূর্তি ভাঙ্গার ব্যাপারে ভালমত গোয়েন্দা নিয়োগ করা দরকার। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অথবা সরকারের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করিবার কোন চক্রান্ত যদি থাকে, তবে তাহা কঠোর হস্তে দমন করিতে হইবে। এখনও যে মূর্তিগুলি অক্ষত রহিয়াছে, তাহাদের উপযুক্ত সংরক্ষণ অথবা প্রহরার প্রয়োজন।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

শিক্ষামন্ত্রীর বিবৃতি প্রসঙ্গে

২৬ জুলাই-এর জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত রাজ্য শিক্ষামন্ত্রীর বিবৃতি পড়ে আমরা, অর্থাৎ ১৫-৭-৭৮ তারিখে বরখাস্ত জঙ্গিপুর হাই স্কুলের আংশিক শিক্ষকবৃন্দ, যথেষ্ট হতাশ হলাম। উক্ত বিবৃতিতে আমাদের আসল সমস্যা সম্পর্কে কোন কথাই বলা হয়নি। আমরা, যারা বিভিন্ন স্কুলে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়াবার জন্য সামান্যতম অর্থের বিনিময়ে এ যাবৎ আংশিক শিক্ষকরূপে নিযুক্ত ছিলাম, তাদের এভাবে বরখাস্ত করে কি উদ্দেশ্য সাধিত হল জানি না। আমরা কি মনে করব যে, আমাদের সম্পর্কে সরকারের কোন দায়-দায়িত্ব নেই? পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে আমাদের বিনীত অনুরোধ, সরেজমিনে তদন্ত করে দেখুন যে, শিক্ষা দপ্তরের সারকুলারের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র বিদ্যা-লয় পরিচালনায়, ছাত্র সমাজে এবং অভিভাবক মহলে কি প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। —জঙ্গিপুর উচ্চতর বিদ্যালয়ের বরখাস্ত আংশিক শিক্ষক বৃন্দ।

মহকুমা শাসকের প্রতি

বিগত কয়েক মাস থেকে ভাগীরথী যেভাবে স্থানীয় গাড়ীঘাট অঞ্চলে তার পশ্চিম পার গ্রাস করে চলেছে তাতে এ অঞ্চলের বিখ্যাত শ্মশান-ঘাট সন্নিহিত এলাকা ভবিষ্যতে নদীগর্ভে চলে যাওয়ার আশঙ্কা ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে। নদী তার নতুন খাত তৈরীর যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাতে শ্মশান সংলগ্ন পশ্চিম পারের বেশ কিছু জমি গাছপালা সমেত ইতিমধ্যেই নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। নদীর ধার দিয়ে শ্মশান যাওয়ার রাস্তাটি আজ এর শিকার। বর্তমান শ্মশানঘাট খুব অল্প দিনই এ অবস্থায় অপরিবর্তিত থাকবে। তাই এ মুহূর্তেই যদি সরকারী প্রশাসন একে বাঁচাতে এগিয়ে না আসে তবে বহু-জনের বহু স্মৃতি বিজড়িত মুর্শিদাবাদ তথা বীরভূমের সুপরিচিত এই পুণ্য শ্মশানভূমি তথা ৺রী কালীমায়ের মন্দিরকে নদীগর্ভে চলে যাওয়ার হাত থেকে বুঝি বাঁচান যাবে না। লাল ফিতার ফাঁস আলগা করে যদি জরুরী ভিত্তিতে অবিলম্বে এই ভাঙ্গন রোধের প্রয়োজনীয় কাজে হাত না দেওয়া হয় তবে ভাগীরথীর করাল গ্রাস থেকে বুঝি এই শ্মশানভূমিকে রক্ষা করা যাবে না। আগামী দিনে তাই নিজের বিবেকের কাছে যাতে আমাদের অপরাধী সাজতে না হয় তার জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষ তথা জনসাধারণকে বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে অবিলম্বে কাজে হাত দেওয়ার আবেদন জানাই।

—আশিসকুমার রুদ্র, রঘুনাথগঞ্জ।

রাজনৈতিক মহব্বত

ধ্রুব চৌধুরী, ফরাক্কা: এত কাণ্ডের পর (সোজা রথের দিন) ফরাক্কা ব্যারেজের আই এন টি ইউ সি পরি-চালিত ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কর্ম কর্তাদের মন গলেছে। যাঁদের প্ররো-চনায় সেদিন 'প্রিয়-দাব' প্রাণ বিপন্ন হয়ে পড়েছিল বলে কাগজে কাগজে ছয়লাপ, সেই মেহেমানদের সাথে গত ৩০ জুলাই ইউনিয়ন অফিসে মহব্বতের সাথে বৈঠক হয়ে গেল। এরই নাম রাজনীতি।

মাষ্টার রোল কর্মী ছাঁটাই বিরোধী আন্দোলন 'ইস্যু' সামনে রেখে আন্দো-লনকে জোরদার করার তাগিদেই জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি সহজিয়া চাল দিয়ে কিস্তিমাৎ করলেন। হয়তো দরকারও ছিল; শক্তির (পূর্ণ) একাংশ নিষ্ক্রীয় থাকলে সর্বাত্মক অভিযানে সুফলে বাধা আসতে পারে বা কর্তৃপক্ষ এই দুর্বল মুহূর্তের সুযোগও নিতে পারেন। অতএব পেছনে ফাঁক রেখে সংগ্রাম দুর্বল হবার আশঙ্কা। তাই এই চাল। এই ছাঁটাই ইস্যু সমাধা হলেই আবার যে কে সেই। ৩১ জুলাই মাষ্টার রোল কর্মী ছাঁটাই (৭০০) রুখবার জন্য এক বিরাট সমাবেশ: তাতে থাকছে ছাঁটাই বিরোধী আন্দোলন তো বটেই, থাকছে গঙ্গাভাঙন রোধের ব্যবস্থা অবলম্বনের চাপ আর ক্যানালের পশ্চিম পারের বন্যার জল দ্রুত নিষ্কা-শনের ব্যবস্থার জন্য চাপ। তারই সূত্রে ভাঙন-ক্ষতিগ্রস্ত এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অধিবাসীদেরও মিছিল ঐ সাথে।

এই শ্রমিক আন্দোলনের বা ট্রেড ইউনিয়নের রাজনীতির খবরাখবর পরে প্রকাশ করা হবে।

ছাঁটাইবিরোধী আন্দোলন: এম এল এ সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদের সংবাদদাতা লিখেছেন, বিক্ষোভ অবস্থান জমায়েত প্রভৃতির মাধ্যমে ২৫ জুলাই থেকে ফরাক্কা ব্যারেজ মাষ্টার রোল কর্মীদের ছাঁটাইবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছে।

কেন্দ্রীয় কৃষি ও সেচ দপ্তরের সচিব মিঃ খারে গত মাসের আট তারিখে ফরাক্কায় অনুষ্ঠিত শ্রমিক সংগঠনের সভায় উপস্থিত হয়ে মাষ্টার রোলে কর্মরত ১৭০০ শ্রমিকের মধ্যে ১০০০ শ্রমিককে ওয়ারক চারজড্ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান। এ খবর দিয়ে ফরাক্কার এম এল এ আবুল হাসনাৎ খান জানান, বাকী ৭০০ শ্রমিকের ছাঁটাই-এর সম্ভাবনার বিরুদ্ধেই এই আন্দোলন। অবশ্য এই ১৭০০ শ্রমিকের মধ্যে ৪০০ 'ভূতুড়ে' বলে তাঁরা জানতে পেরেছেন। এদের খুঁজে বের করার চেষ্টা হচ্ছে।

ছাত্র ধর্মঘট

রঘুনাথগঞ্জ, ২৭ জুলাই—সারা ভারত ফরওয়ারড ব্লকের রঘুনাথগঞ্জ শাখার ছাত্র ব্লকের নেতৃত্বে ৯ দফা দাবিতে আজ বালিঘাটা প্রাইমারী, শ্রীকান্তবাটী হাই, রঘুনাথগঞ্জ হাই ও রঘুনাথগঞ্জ গার্লস্ হাই স্কুলে একদিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করা হয়। পরে একটি স্মারকলিপি জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক সমীপে পেশ করা হয়।

ছাত্রের অধঃপতন

সাগরদীঘি, ২ আগষ্ট—পচা-গলা সমাজে ছাত্রদের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন কিভাবে ঘটে তার একটা জলন্ত দৃষ্টান্তের খবর পাওয়া গিয়েছে মনিগ্রাম থেকে। গ্রামবাসী সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি সাগরদীঘি হাই স্কুলের দু'জন ছাত্র এন সি সি পোশাক পরে মনিগ্রাম অঞ্চলের কোন একটি সাঁওতাল পল্লীতে গিয়ে নিজেদের পুলিশের লোক বলে পরিচয় দেয় এবং দুটি মোরগ দাবি করে। মোরগ না দিলে সাঁওতাল মরদদের অর্থাৎ পুরুষ-দের থানায় পুরবে বলে ভয় দেখায়। ভয়ে ভয়ে সাঁওতাল রমণীরা দুটি মোরগ তাদের দেয়। খবরটি ছড়িয়ে পড়ার পর বিস্ময়ে এলাকার মানুষের বাক্‌রুদ্ধ হয় বলে খবর।

দলিল লেখক সমিতি

মুর্শিদাবাদ জেলা লাইসেন্স প্রাপ্ত দলিল লেখক সমিতির প্রথম বার্ষিক সম্মেলন ২৯ জুলাই বেলডাঙায় অনুষ্ঠিত হয়। ওই সম্মেলনে সাত দফা প্রস্তাব গৃহীত হয়। —প্রাপ্ত

প্যাসেঞ্জার বাতিল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

লোহাপুর, তকীপুর প্রভৃতি ষ্টেশন থেকে যাতায়াতকারী হাজার হাজার রেলযাত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে রেলযাত্রীদের বক্তব্য, টিকিট বিক্রী সম্পর্কে রেল কর্তৃপক্ষের বিরূপ ধারণা সংশোধনের জন্য সংশ্লিষ্ট ষ্টেশনগুলিতে সাদা পোশাকে আকস্মিক হানা দেওয়া প্রয়োজন। তাহলেই দেখা যাবে, বিনা টিকিটে কত যাত্রী যাতায়াত করেন এবং রেলের কত টাকা রেলকর্মচারীদের পকেটে অবৈধ উপায়ে ঢোকে। এই লাইনের ট্রেনগুলিতে এত ভিড় হয় যে, বসার জায়গা পাওয়া যায় না। রেলকর্মচারীরা নির্দিষ্ট ভাড়ার এক চতুর্থাংশ নিয়ে বিনা টিকিটের যাত্রীদের বৈতরণী পার করে দেন। রেল কর্তৃপক্ষের কাছে যাত্রীদের প্রশ্ন, এক শ্রেণীর অসৎ রেল কর্মচারীর অপকর্মের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির দায় সাধারণ রেলযাত্রীদের ঘাড়ে চাপিয়ে অচল অবস্থা সৃষ্টির কোন বৈধ অধিকার তাঁদের আছে কি না? একই সঙ্গে তাঁরা দাবি করেছেন সাময়িকভাবে বন্ধ প্যাসেঞ্জার ট্রেন দুটি অবিলম্বে চালু করা হোক এবং অণ্ডাল—আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার ট্রেন বাতিল অথবা গতি সঙ্কোচনের সর্বনাশা সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হোক।

ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দফরপুরে ফেব্রুয়ারীতে ১ জন, দস্তামারায় এপ্রিলে ১ জন, গোসাঁইবাউরায় এপ্রিলে ১ জন, আমবাগান কলোনীতে জুনে ১ জন, রঘুনাথগঞ্জ দু' নং ব্লকের গ্রামে ২ জন এবং সামসেরগঞ্জের ভাসাইপাইকরে জানুয়ারী মাসে ১ জন এই রোগে আক্রান্ত হন। প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে একেবারে নির্মূলের কোন নিশ্চয়তা নাই। ছোটনাগপুরের মালভূমি থেকে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

বিকো
ইলেকট্রিক মোটর ও
মোটর পাম্পসেট
ডিলার : ঊষা হার্ডওয়ার ষ্টোর
বাবুলবোনা রোড, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ

গত সপ্তাহে ৩টি খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২ আগষ্ট—গত সপ্তাহে জঙ্গিপুর মহকুমায় তিনটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবরে প্রকাশ, ২৪ জুলাই ফরাক্কা বাঁধ উপনগরীর একটি নালা থেকে কেন্দ্রীয় কর্মশালার কর্মী সংযু রবিদাসের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। মৃতদেহের গলায় সন্দেহজনক চিহ্ন দেখে সন্দেহ করা হচ্ছে, তাঁকে হত্যা করে তাঁর বাসার কাছে ওই নালাতে ফেলে দেওয়া হয়। পুলিশ এ ব্যাপারে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

২৮ জুলাই সুতী থানার ইসলামপুরে এমাদুল সেখ নামে একজন গ্রামবাসী রাতের সখ নাম এক আততায়ীর হাঁসুয়ার আঘাতে নিহত হন। কাঁঠাল পাড়ার একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

৩০ জুলাই সামসেরগঞ্জ থানার ভাসাই-পাইকর গ্রামের কাছে একটি মাঠ থেকে এক্রামুল হকের এগার বছর বয়সের মেয়ে মমতাজ খাতুনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মমতাজকে খুন করে ওই মাঠে লুকিয়ে রাখা হয় বলে পুলিশ সন্দেহ করছে।

বন্দুক অপহৃত

রঘুনাথগঞ্জ, ২ আগষ্ট—গতকাল রাত্রে এই থানার কাঁকুড়িয়া গ্রামের অনিল চৌধুরীর বাড়ী থেকে বাসনপত্র ও কিছু নগদ টাকার সঙ্গে একটি দোনলা বন্দুক খোয়া গিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে। এ খবর লেখার সময় পর্যন্ত অপহৃত বন্দুকটি উদ্ধারের খবর পাওয়া যায়নি। তবে পুলিশ তদন্ত চলছে।

প্রকাশ্য রাজপথে গুণ্ডামি

ধুলিয়ান, ৩১ জুলাই—গতকাল সন্ধ্যায় এখানে প্রকাশ্য রাজপথে ৫ জন দুষ্কৃতকারী মত্ত অবস্থায় তিন চারজনকে ছুরিকাহত করে পালাবার চেষ্টা করলে জনতা তাদের তাড়া করে তিনজনকে ধরে ফেলে এবং পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এই ঘটনার মাত্র কয়েকদিন আগে দু'জন দালাল মত্ত অবস্থায় প্রকাশ্যে ছোরা মারামারি করে বলে জানা যায়।

রেলপুলিশের ধাক্কায় মহিলা যাত্রীর মৃত্যু

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ষ্টেশনে জি আর পি কনসটেবল মনোজ মণ্ডল (নং ৩৭২) ওই কামরায় ওঠেন এবং গোলেনুর বেওয়ার কাছে পয়সা চান। পয়সা দিতে অস্বীকার করলে মনোজ মণ্ডল মহিলাকে মারধোর করেন এবং খুঁট থেকে শেষ সম্বল পঁচিশ পয়সা কেড়ে নিয়ে ধাক্কা মেরে চলন্ত ট্রেন থেকে গোলেনুরকে ফেলে দেন। ট্রেন মনিগ্রাম ষ্টেশনে এসে থামলে যাত্রীরা ষ্টেশন মাষ্টারকে সমস্ত ঘটনা জানান। ট্রেন থামিয়ে রেখে রেলকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে রক্তাপ্লুত অবস্থায় গোলেনুরকে উদ্ধার করেন এবং কনসটেবল মনোজ মণ্ডলকে ষ্টেশনে আটকে রাখেন। বহরমপুর হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তির পর গোলেনুরের মৃত্যু ঘটে। গোলেনুরের দেওর নোরাব সেখ জঙ্গিপুর আদালতে জি আর পি কনসটেবল মনোজ মণ্ডলের বিরুদ্ধে ২৭ জুলাই হত্যার একটি মামলা দায়ের করেছেন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে ২৬ জুলাই। প্রকাশ, ওই দিন রাত্রে জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে জি আর পি কনসটেবল সুধীন মাইতি (নং ১০০৯) ১৬৬ ডাউন জনতা একসপ্রেস থেকে সুমিত্রা হালদার নামে একজন বৃদ্ধা মহিলাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেন। গারড ভ্যাকুয়াম দিয়ে ট্রেনটি থামান। আহত সুমিত্রা দেবীকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়ে ট্রেনটি আবার ছাড়ে। এবার চেন টেনে যাত্রীরা ট্রেনটি থামান এবং সুধীন মাইতিসহ তিনজন রেলপুলিশকে গ্রেপ্তারের দাবি জানান। চাপে পড়ে তিনজন রেলপুলিশ যাত্রীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং অভিযুক্ত সুধীন মাইতি লিখিতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এভাবে ট্রেনটি আধ ঘণ্টা দেরীতে ছাড়ে এবং দেরীর কারণ হিসেবে 'কনট্রোল মেসেজ'-এ জি আর পির ধাক্কায় মহিলা যাত্রীর জখমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। আহত সুমিত্রা দেবীর বাড়ী রঘুনাথগঞ্জের প্রতাপপুর কলোনীতে। ঘটনার দিন তিনি কলা নিয়ে আসছিলেন ব্যবসার জন্য। কনসটেবল সুধীন মাইতি যে টাকা চান, সুমিত্রা দেবী তা দিতে অপারগ হলে তাঁর এই দুর্দশা হয়।

তৃতীয় ঘটনাটি ঘটে সুজনীপাড়া ষ্টেশনে। খবরে প্রকাশ, ২৮ জুলাই ওই ষ্টেশনে রেলপুলিশের অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে একজন শিক্ষিত বেকার প্রহৃত হন। দু'জন রেলপুলিশ যুবকের বুকে বুটের আঘাত করে বলে অভিযোগ করা হয়। ব্যাপারটি ফরাক্কার এম এল এ পর্যন্ত গড়িয়েছে বলে জানা গেছে।

চতুর্থ ঘটনাটি ঘটে ৩০ জুলাই, জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে। ২০ জন যাত্রীর লিখিত অভিযোগে প্রকাশ, ওই দিন দুপুরে আজিমগঞ্জ জি আর পির ওসি হঠাৎ এসে ষ্টেশন এলাকার আশপাশ থেকে প্রায় ৮৫ কুইন্টাল চাল আটক করেন এবং ষ্টেশনে সীজার লিষ্ট না দিয়েই ৩৩৪ ডাউন সাহেবগঞ্জ লোকালে চাপিয়ে নিয়ে চলে যান। চালের মালিকরা চাল ফেরত চাইতে গেলে তিনি নাকি রাইফেলের ভয় দেখান। তার আগে প্লাটফরম থেকে যাত্রীদের বের করে দেন। দু'জন যাত্রী লিখিতভাবে রেল কর্তৃপক্ষের কাছে এই অভিযোগ করে জানতে চেয়েছেন, বৈধ টিকিট থাকা সত্ত্বেও কোন যাত্রীকে প্লাটফরম থেকে বের করে দেওয়ার কোন অধিকার জি আর পি ওসির আছে কি না?

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

ডাঃ এস, এ, তালেব
ডি এম এস
পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।
হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয় পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

আদালত বর্জন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আদালত বর্জন করা হয়। এক সাক্ষাৎকারে বিচারপতি ব্যানারজি জানান, 'এ্যাডভোকেট রণজিৎ পাণ্ডে স্পনসরড্ সারটিফিকেট আফিডেবিট করতে বললে আমি অস্বীকার করি। তার জন্য বার আজ আদালত বর্জন করেন।'

আইনজীবীদের আদালত বর্জনের ফলে বিচারপতি ব্যানারজির আদালতের মামলাগুলির পুনরায় দিন দেওয়া হয়। বিকেলে জেলা জজ এবং চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের মধ্যস্থতায় বিচারপতি ব্যানারজি বারের সভায় উপস্থিত হয়ে 'আমার দ্বারা কোন দুর্ব্যবহার হবে না, কারও প্রতি প্রতিশোধ নেব না' বললে বারের আদালত বর্জন আন্দোলন সাতদিনের জন্য স্থগিত রাখা হয় বলে সম্পাদক আজিজ মিঞা জানান।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, কোন বিদেশী এলে প্রথম শ্রেণীর বিচারপতির এজলাসে স্পনসরড্ সারটিফিকেট আফিডেবিট করাতে হয়। ঘটনাচক্রে গতকাল ফারসট ক্লাস ম্যাজিষ্ট্রেট কে ডি মুখারজি ছিলেন একদিনের ছুটিতে। আইনজীবীদের মতে, এই অবস্থায় আফিডেবিট করার দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবে ন্যস্ত হয় এস ডি জে এম-এর ওপর।

ওসি বদলি হচ্ছেন ?

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সুপারের কাছে পাঠান হচ্ছে। স্মারকলিপির কয়েকটি অভিযোগের মধ্যে 'কুমুদবাবু শহরের কয়েকজন দালাল শ্রেণীর লোক এবং দু'একটি রাজনৈতিক নেতাকে নিয়ে থানায় রামরাজত্ব কায়েম করেছেন, শহরের ভদ্রলোক থেকে গ্রামের সাধারণ মানুষ প্রায় সকলের সঙ্গেই তিনি খারাপ ব্যবহার করেন এবং প্রায় ক্ষেত্রে নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করেন' ইত্যাদি নাকি উল্লেখ করা হয়েছে। শেষ খবরে প্রকাশ, ওই রাজনৈতিক দলের জনৈক নেতার তদবিরে বদলির আদেশ রদ করিয়ে তিনি এখানে বহাল তবিয়তে থাকতেও পারেন।

ধনুষ্টংকারের প্রকোপ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরিবেশের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। আমাদের সংবাদদাতার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে হাসপাতালের ধনুষ্টংকার বিশেষজ্ঞ ডাঃ পি আর মুখারজি জানিয়েছেন, নবাবদের আমল থেকে মুর্শিদাবাদ জেলায় যথেষ্ট পরিমাণে ঘোড়ার প্রচলন চলে আসছে। ঘোড়ার বিষ্ঠা ও মূত্র থেকে এই রোগের উৎপত্তি হয়। ডাঃ মুখারজি মনে করেন, টিটেনাস ওয়ারডে যে পরিমাণ টাকা খরচ হয়, সেই তুলনায় এই রোগের প্রতিষেধের ব্যবস্থা করলে তার থেকে অনেক কম খরচ হয়; সরকারের অর্থব্যয় কমে যায়, লোক মারা যায় না, রোগও হয় না। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর তাঁর পরামর্শ নিলে এই জেলা থেকে ধনুষ্টংকার রোগ নির্মূল হবে বলে তাঁর বিশ্বাস।

জনস্বাস্থ্য গাফিলতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

থাকা সত্ত্বেও এই কাজ কেন হচ্ছে না—জনসাধারণের জিজ্ঞাস্য এইটাই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, সম্প্রতি বালিয়া অঞ্চলের দংশিয়া গ্রামে একজন গ্রামবাসী ধনুষ্টংকার রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে এবং ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের একজন হরিজন বাবলার কাঁটা ফুটে একই রোগে আক্রান্ত হয়ে বহরমপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি আছে।

বিনা ফরম সপ্তাহ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কাজ চালিয়ে গেছেন, এবার কোনও ফরম সরবরাহ না করে কাজ চলে কিনা বা চালান যায় কিনা তারই জন্য পরীক্ষামূলক 'বিনা ফরম সপ্তাহ' অথবা পক্ষ অথবা মাসও পালনের ব্যবস্থা হবে। জনসাধারণকে সহ্য করিয়ে নেওয়ার জন্য বা স্বাবলম্বী হবার তাগিদে এই বাণিয়া বিভাগ ধীরে ধীরে ফরম গুটিয়ে নিচ্ছেন এবং তার পরিবর্তে ঠিক কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে তার হদিশ এখনো মেলেনি।

আসুন, শুনুন কেন বলছি এবং কি সূত্রে। ফরাক্কা ব্যারেজ (এল-এস-জি ডাকঘর) ডাকঘর জেলার একেবারে শেষ সীমান্তে থাকায় রকমারি ফরমের স্রোত পথ হারিয়ে এসে পৌছতেই পারে না। ডাকঘরে শুধু 'নাই আর নাই' ছাড়া, 'আছে' কথাটি শুনতেই পাবেন না। টেলিগ্রাম ফরম, প্রেস টেলিঃ ফরম, আনডার সারটিফিকেট অব পোসটিং, এমন কি নূতন পাশ বই খোলার ফরম এবং মনিঅডার ফরমও থাকে না: তবে থাকে কি ? থাকে সাদা অথবা চৌখা কাগজ। ধুলিয়ান ডাকঘরের অধীনে শাখা অফিসগুলির অবস্থা একেবারে 'কেরোসিন'। সেখানে উপরোক্ত ফরমগুলি পাওয়া তো ভাগ্যের কথা, ডাকটিকিটও পাওয়া যায় না। এ অবস্থা দীর্ঘদিনের। মহকুমার অন্যান্য অনেক ডাকঘরের অবস্থা একই। সেইজন্য বলছিলাম, যে বিভাগ পিপড়ের পেছন টিপে গুড় বার করে সে যে 'বিনা ফরম সপ্তাহ' পালন করবে না তার নিশ্চয়তা কোথায় ? কাগজে পড়ুন আর শুনুন গাল ভরা বুলি শুধু, আসলে কিন্তু ... উপরের কথাগুলির সাথে পরিচয় ঘটবে।

রঘুনাথগঞ্জ (ফোন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পাণ্ডত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।